অনুগ্রহের জয়

(Triumph of Grace)

আদিপুস্তক ৩৩ অধ্যায় ১০-২০ পদ

গত সপ্তাহে আমরা সেই যাকোবকে দেখেছি, যে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ১৮০ ডিগ্রি পরিবর্তিত হয়েছে। ঈশ্বরের সঙ্গে লম্বালম্বি সঠিক সম্পর্কের ফলস্বরূপ যাকোব বাধ্য হয়েছে তার দাদা এষৌর সঙ্গেও সঠিক আড়াআড়ি সম্পর্কেও অবতীর্ণ হতে। আর তাই সে দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সবার আগে এগিয়ে গেছে, সাতবার মাটিতে প্রণিপাত করে দাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে, ২০ বছর আগে যে জ্যেষ্ঠাধিকার সে চুরি করেছিল, তা ফিরিয়ে দেবার প্রতীকী আচরণ করেছে। অনুতপ্ত হয়ে কেবল দাদার কাছে ক্ষমা চাওয়া নয়, তার পাপে দাদাকে যে জাগতিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যে যথেষ্ট ত্যাগস্বীকার করে যাকোব দাদাকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়েছে। এ সবই যাকোবের প্রকৃত অনুতাপের পক্ষে সাক্ষ্য। কিন্তু যাকোবের এই পরিবর্তন দেখে যে প্রশ্ন আমরা করতে বাধ্য, তা হল, যাকোবের এই পরিবর্তন কী করে সম্ভব হল? এই প্রশ্নের কেবল একটা উত্তরই আমরা দিতে পারি, আর তা হল, ঈশ্বরের অনুগ্রহ, তাঁর মনোনয়ন এইভাবে কেবল যাকোবের জীবনে নয়, আমার ও আপনার জীবনেও কাজ করেছে। কারণ, আমরা যখন নিজেদের দিকে তাকাই, তখন আমরা নিজেরাই আমাদের জীবনের এই পরিবর্তনকে বিশ্বাস করতে পারি না, আমাদের নিজেদের ক্ষমতায় তা কখনও সম্ভব ছিল না। যাকোবের এই পরবর্তনের পেছনে সমস্ত কৃতিত্ব কেবল ঈশ্বরই দাবি করতে পারেন।

ক। ঈশ্বরের মুখ দর্শন

ঈশ্বর ও তার নিজের দাদার প্রতি যাকোবের হৃদয় কতখানি পরিবর্তিত হয়েছে, তা আমরা ৩৩:১০ পদে যাকোবের নিজের মুখের কথা থেকে দেখতে পাই, *"আমি ঈশ্বরের মুখ দর্শনের ন্যায় আপনার মুখ দর্শন করলাম।"* একদিকে, যাকোবের সমস্ত প্রচেষ্টা বা উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ। যে দাদার বিরুদ্ধে যাকোব পাপ করেছিল, তার সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক স্থাপনে যাকোব ছিল মরীয়া। অর্থাৎ, ঈশ্বরের মুখ দর্শন করার ন্যায় যাকোব তার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক ছিল। অন্যদিকে, ঈশ্বরের মুখ দর্শন করা ছিল খুবই বিপজ্জনক কাজ। কারণ ঈশ্বরের মুখ দর্শন করলে বেশি লোক বাঁচে না। তাই আদি ৩২:৩০ পদে যাকোব তার বিস্ময় প্রকাশ করে এমন কথা বলেছিল, *"আমি ঈশ্বরকে সম্মুখাসম্মুখি হয়ে দেখলাম, তথাপি আমার প্রাণ বাঁচল।"* যাকোব ভালো করেই জানত যে, দাদা এষৌর সঙ্গে সমস্যা সমাধান করার ইচ্ছাও একই প্রকার ঝুঁকি নেবার কাজ। কারণ, ২০ বছর আগে দাদার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের সময় দাদা তাকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করেছিল। যাকোব ইচ্ছা করলে দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেও প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে ও সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারত। কিন্তু অনুতপ্ত যাকোব তা না করে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে গেছে। আর বিস্ময়কর ঘটনা হল, ঈশ্বরের মুখ দেখেও যেমন যাকোব প্রাণে বেঁচেছে, দাদার মুখ দেখেও সে প্রাণে বাঁচল। আরও চমৎকার বিষয় হল, যাকোব নিজের শক্তিতে বা তার চাতুরতায় তা করেনি; কিন্তু তার দুর্বলতা ও নম্রতায় সে তা করেছে।

খ। একত্র বসবাসে অনিচ্ছা

দাদার সঙ্গে সম্পর্ক মিটমাট হলেও, যাকোব কিন্তু দাদার সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে তার অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। ১২ পদে এষৌ যাকোবকে বলেছে, *"এস, আমরা যাই; আমি তোমার আগে আগে যাই।"* এই কথার অর্থ, এষৌ চাইছে যাকোব যেন তার সঙ্গে **সেয়ীরে** গিয়ে বসবাস করে, যার অবস্থান ছিল প্রতিজ্ঞাত দেশের বাইরে। যাকোব কিন্তু দাদার এই ইচ্ছা পূরণ করতে পারে না, কারণ ঈশ্বর যাকোবকে প্রতিজ্ঞাত দেশে বসবাসের জন্য আহ্বান করেছেন। প্রতিজ্ঞার সন্তান কখনও তাদের সঙ্গে একত্র বসবাস করতে পারে না, যারা প্রতিজ্ঞা রেখার বাইরে অবস্থান করে, যারা প্রতিজ্ঞাত

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দেশের বাইরে বসবাস করে। আর তাই যাকোব তার দাদার সঙ্গে সম্পর্ক মিটমাট করলেও দাদার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি।

অবশ্য, যাকোব তার এই অনিচ্ছার কথা সরাসরি তার দাদাকে বলতে পারেনি। পরিবর্তে, যাকোব সেই সমস্ত অজুহাতের কথা বলেছে (১৩-১৫ পদ), যার জন্য দাদার কথা মেনে দাদার সঙ্গে যাওয়া যাকোবের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সমস্ত অজুহাত যে সম্পূর্ণ সত্য ছিল, তা মেনে নেওয়া কঠিন। তাই, এর দ্বারা যে সত্য প্রকাশ পেয়েছে, তা হল, যাকোবের পুরানো স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন এখনও ঘটেনি, এখনও তাকে অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে, তার জীবনে এখনও এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, যেগুলির পরিশুদ্ধি প্রয়োজন। যাকোব তার দাদাকে যে উত্তর দিয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল, সে ক্রমশ দক্ষিণে গমন করে সেয়ীরে দাদার সঙ্গে যোগদান করবে; কিন্তু বাস্তবে সে তৎক্ষণাৎ পশ্চিম দিক অবলম্বণ করল ও সুক্কোতে বসবাস শুরু করল (১৭ পদ)। যাকোবের এই আচরণের মধ্যে কি আমরা নিজেদের দেখতে পাই? আমরাও অনেক সময় আমাদের মনের ইচ্ছা সরাসরি বলতে ভয় পাই, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিথ্যা আশ্বাস দিই বা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে থাকি। এর দ্বারা সেই একই সত্য প্রকাশ পায় যে, আমাদেরও এখনও অনেক শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন।

গ। সুক্কোত ও শিখিমে বসবাস

সুক্কোতে যাকোব কয়েকটি কুটির নির্মাণ করে কিছুকাল বসবাস করার পর (১৭ পদ), এর কিছু দূরে শিখিমে উপস্থিত হল (১৮ পদ)। এই শিখিম নগরের অবস্থান ছিল প্রতিজ্ঞাত দেশের মধ্যে। অর্থাৎ, এইভাবে যাকোব প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করল। এই শিখিমে, যাকোব নিজের জন্য এক খণ্ড জমি ক্রয় করল (১৯ পদ)। এর আগে ২৮:২১ পদে যাকোব বেথেলে ঈশ্বরের কাছে মানত করে বলেছিল, *"ঈশ্বর যদি আমার সহবর্তী হন, আমার এই গন্তব্য পথে আমাকে রক্ষা করেন, এবং আহারার্থ খাদ্য ও পরিধানর্থ বস্ত্র দেন, আর আমি যদি কুশলে পিত্রালয়ে ফিরে আসতে পারি . . .।"* ঈশ্বর যাকোবের সহবর্তী থেকেছেন, এবং যাত্রাপথে কেবল খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ করে নয়, কিন্তু স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, দাস-দাসী, ও প্রচুর পশুধনে ধনী করে তাকে প্রতিজ্ঞাত দেশে ফিরিয়ে এনেছেন। এখন, ঈশ্বর যেহেতু যাকোবের প্রতি এ সকলই পূর্ণ করেছেন, সেইহেতু আমরা আশা করতে পারি, যাকোবও বেথেলে ঈশ্বরের কাছে যে মানত করেছিল, তা পূর্ণ করবে, অর্থাৎ *" . . . তবে সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর হবেন, এবং এই যে প্রস্তর আমি স্তম্ভরূপে স্থাপন করেছি, ইহা ঈশ্বরের গৃহ হবে, আর আমি তাঁকে দশমাংশ দেব"* (২৮:২১-২২)। যাকোব এখন শিখিমে এসে উপস্থিত, বেথেল এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। কিন্তু আমরা যাকোবকে দেখতে পাচ্ছি, বেথেলে যাবার পরিবর্তে প্রথমে সুক্কোতে ও পরে শিখিমে বসবাস করছে। কেবল তাই নয়, প্রতিজ্ঞাত দেশে ফিরে এসে যাকোব প্রথমে বেথেলে ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণ করার প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিন্তু ১৭ পদে আমরা দেখতে পাচ্ছি যাকোব ঈশ্বরের জন্য নয়, কিন্তু নিজের জন্য কুটির নির্মাণ করেছে।

সুক্কোতে যাকোব কতকাল বসবাস করেছিল, তা যদিও আমরা জানি না, কিন্তু সুক্কোত ত্যাগ করে, জর্দন নদী পার হয়ে যাকোব দক্ষিণে বেথেলে যাবার পরিবর্তে আরও পশ্চিমে শিখিমে গেছে। অর্থাৎ, ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শনে যাকোব দুবার (প্রথমে সুক্কোতে, পরে শিখিমে) ব্যর্থ হয়েছে। এখন, বেথেল ও শিখেমের মধ্যে দূরত্ব হল মাত্র ২০ মাইল। আর তাই, যাকোব হয়ত এমন কথা ভেবেছিল, বেথেলেই যে ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণ করতে হবে, তার কি মানে আছে, শিখিমেও তা করা যেতে পারে। কারণ শিখিমের মতো নগর ব্যবসা-বানিজ্যের দিক থেকে ও পশু খাদ্যের দিক থেকে বেথেলের চেয়ে অনেক বেশি উপকারী। কিন্তু যাকোবের সেই চিন্তা সঠিক চিন্তা ছিল না। এইভাবে, আপোষ করে কিংবা ঈশ্বরের প্রতি মানত পূরণে ব্যর্থ হয়ে যাকোব যে মূর্খতার পরিচয় দিয়েছিল, তার খেসারত যাকোব ও তার পরিবারকে দিতে হয়েছিল (পরবর্তী ৩৪ অধ্যায়ে, এই শিখিমে আমরা দীণাকে ভ্রষ্ট হতে ও যাকোবের সন্তানদের অন্যায় আচরণ করতে দেখতে পাব)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ঘ। যজ্ঞবেদি নির্মাণ

যাইহোক, যাকোব যদিও বেথেলে ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তথাপি সে শিখিমে একটি যজ্ঞবেদি নির্মাণ করেছিল এবং তার একটি ভালো নাম দিয়েছিল। ২০ পদে বলা হয়েছে, ***"তথায় (শিখিমে) এক যজ্ঞবেদি নির্মাণ করে তার নাম এল্-ইলোহে-ইস্রায়েল (ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর) রাখল।"*** এর আগে আমরা ঈশ্বরকে যে নামে ডাকতে যাকোবকে দেখেছি, তা হল ***"ইস্হাকের ভয়স্থান"*** (৩১:৫৩)। কিন্তু এখানে যাকোব সদাপ্রভুকে ***'ইস্রায়েলের ঈশ্বর'*** তথা *'নিজের ঈশ্বর'* বলে অভিহিত করেছে। হ্যাঁ, দাদার হাত থেকে রক্ষা পেতে মামার বাড়ির উদ্দেশে যাকোব যখন রওনা দিয়েছিল, তখন বেথেলে যে সদাপ্রভুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল; বিগত ২০ বৎসর পদ্দন-অরামে যিনি তাঁকে রক্ষা করেছিলেন ও আশীর্বাদ করেছিলেন; পনূয়েলে যাকোব যাঁর ক্ষমতা ও শক্তির পরিচয় পেয়েছে; ২৮:২২ পদে, যাকোব যাঁর কাছে মানত করে বলেছিল, ***"সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর হবেন;"*** যাকোব এখানে সেই ঈশ্বরের প্রতি তার মানত পূর্ণ করেছে।

যাকোবের মতো পাপীদের গ্রহণ করে ও তাদের রক্ষা করে এই ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতার প্রদর্শন করে থাকেন। তাঁরই অনুগ্রহে যাকোব পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, ক্রমশ ইস্রায়েল হয়ে উঠেছে। ঈশ্বর যাকোবের জীবনে কাজ করে চলেছেন, যাকোব তাঁর হাতে নতুন সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। যাকোবের জীবনে এই পরিবর্তনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল, তা যাকোবের সৎকাজের পরিণাম নয়। যাকোবের জীবনে ঈশ্বরের উদ্যোগ এতখানি কাজ করেছে যে, তিনি এমন কথা পর্যন্ত বলেছেন, ***"আমি যাকোবকে প্রেম করেছি, কিন্তু এষৌকে ঘৃণা করেছি"*** (মালাখি ১:২)। যাকোব উত্তম উত্তম বিষয়ের অধিকারী হওয়ায় যে ঈশ্বর যাকোবকে প্রেম করেছিলেন, আর এষৌ সেই সমস্ত উত্তম বিষয়ের অধিকারী না হওয়ায় যে ঈশ্বর তাকে ঘৃণা করেছিলেন, তা নয়। পরিবর্তে, সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, সহজ ও সার্বভৌম অনুগ্রহে ঈশ্বর যাকোবকে মনোনীত করেছিলেন, যেন তার কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন ও তাকে ইস্রায়েলে পরিবর্তিত করেন। অন্যদিকে, এষৌকে বাদ দেওয়া হয়েছে, আর তাই সে জাগতিক সম্পত্তির স্বাচ্ছন্দ্য পেলেও ঈশ্বরের অনুগ্রহের স্পর্শে আত্মিক পরিবর্তন লাভে ব্যর্থ হয়েছে।

ঙ। অনুগ্রহের জয়

যাকোবের ন্যায় আমাদের জীবনেও প্রভুর মনোনয়ন একইভাবে কাজ করে থাকে। অন্যদের মধ্যে নেই, কিন্তু আমাদের মধ্যে আছে, এমন কোনও কারণে যে প্রভু নিজে থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করে আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তা নয়। তাঁর অনুগ্রহ হল এমন বিষয়, যা পাবার যোগ্য আমরা কেউই নই, তথাপি আমাদের খুব প্রয়োজন, তিনি তাঁর আপন ইচ্ছায় তাঁর সেই অনুগ্রহ আমাদের প্রতি প্রদর্শন করেন। কিন্তু এই সত্য উপলব্ধি করতে সময় লাগে। কারণ, আমাদের মধ্যে যে সাধারণ চিন্তা ও মনোভাব কাজ করে থাকে, তা হল, মুখে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা বললেও, মনে মনে আমরা আমাদের জীবনের বিভিন্ন উৎকৃষ্টতার দ্বারা ঈশ্বরকে প্রভাবিত করতে চাই। কিন্তু বাস্তব হল, আমরা কে এবং আমরা কীসের অধিকারী, তা দেখে ঈশ্বর খুব একটা প্রভাবিত হন না। তাঁর মণ্ডলী বা তাঁর রাজ্যে আমাদের এমন কোনও মূল্যবান অবদান নেই, যে তা দেখে তিনি আমাদের পরিত্রাণ করেছেন। কারণ, তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা কিছুরই অধিকারী নই; আমাদের মধ্যে যদি কোনও উত্তম বিষয় থেকে থাকে, তাহলে তা তাঁর কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি (যাকোব ১:১৭); তাঁকে বাদ দিয়ে এই পৃথিবীতে আমরা কেবল একটি বিষয়েরই অধিকারী, আর তা হল: আমাদের পাপ।

ঈশ্বরের সামনে বড়াই করার মতো আমাদের কিছুই নেই। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে পাথর থেকেও এমন মানুষদের উৎপন্ন করতে পারেন, যারা আমাদের থেকে অনেক বেশি ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রতিভার অধিকারী, তাঁর রাজ্যে যারা আমাদের থেকে অনেক বেশি তাঁর সেবা করতে পারে। তথাপি তিনি আমাদের ন্যায় নগন্য ও সামান্যদের মনোনীত করেছেন। কেন? কেবল তাঁর অনুগ্রহের কারণে। আমরা তাঁর জন্য কী করতে পারি, তা দেখে যে তিনি আমাদের ন্যায় আপোষকারী পাপীদের মনোনীত করেছেন, তা নয়,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পরিবর্তে তাঁর বিশুদ্ধ, সহজ ও সার্বভৌম অনুগ্রহেই তিনি আমাদের মনোনীত করেছেন।

প্রভুর এক দাস ঈশ্বরের এই অনুগ্রহকে বর্ণনা করতে গিয়ে এমন কথা বলেছেন, **খ্রীস্টের বিনিময়ে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য** *(GRACE= God's Riches At Christ's Expense)*। হ্যাঁ, খ্রীস্টের বিনিময়ে ঈশ্বর তাঁর সেই সমস্ত উত্তমতা আপনার ও আমার প্রতি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর সন্তানদের কারণে খ্রীস্ট তাঁর সমস্ত গৌরব ত্যাগ করে, নিজেকে নত করলেন, এমনকী দাসের বেশ পর্যন্ত ধারণ করলেন, তার কারণ যে তিনি যাকোবের ন্যায় নত হবার যোগ্য ছিলেন, তা নয়; পরিবর্তে, আমাদের জন্য নত-নম্র হলেন, যেন তাঁর সঙ্গে আমাদেরকেও উচ্চীকৃত করেন। যাকোবের ন্যায় পিতা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বাধ্যতা আংশিক বা অসম্পূর্ণ ছিল না, কিন্তু তা ছিল সম্পূর্ণ ও নিখুঁত; আমাদের ন্যায় তাঁর সন্তানদের প্রতি আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ আনয়নে তা ছিল যথেষ্ট। আমাদের নিজেদের নয়, কিন্তু খ্রীস্টের সেই নিখুঁত বাধ্যতা ও ধার্মিকতাই হল একমাত্র বলি, যা আমরা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতে পারি! আর তা যখন আমরা করি, কেবল তখন সেই বলি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে হয় উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ (রোমীয় ১২:১-২)। আমরা যখন নিজেদের খ্রীস্টের ধার্মিকতায় আবৃত করি, কেবল তখনই ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে দাঁড়াবার জন্য ঈশ্বর আমাদের উপযুক্ত জ্ঞান করেন ও স্বাগত জানান।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের মধ্যে বৃদ্ধির কোনও প্রয়োজন নেই। না, তা ঠিক নয়। যাকোব যেমন ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়েছিল, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কে বৃদ্ধি পেয়েছিল, আমাদেরকেও দিন-প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে হবে, যেন আমাদের মধ্যে যাকোব হ্রাস পায় ও ইস্রায়েল বৃদ্ধি পায়। হ্যাঁ, আমরা যেন দিন-প্রতিদিন আমাদের পাপস্বীকারে বৃদ্ধি পাই এবং যা চুরি করেছি, তা ফেরত দিতে পিছ্‌পা না হই। আর তা যখন আমরা করব, পৃথিবীতে আমাদের চারপাশের ভাইদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও শান্তিপূর্ণ ও ফলপ্রসু হবে। ঈশ্বর আমাদের যে সমস্ত আধ্যাত্মিক দান দিয়েছেন, তা তাদের সঙ্গে সম্পর্কে আমরা ব্যবহার করব। আমাদের চারপাশের মানুষের কাছে আমরা আশীর্বাদ হয়ে উঠব। কিন্তু সর্বদা মনে রাখব, আমাদের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি বা তাঁর সঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বা আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক দানের উপস্থিতি কখনও আমাদের পরিত্রাণের কারণ নয়। আমাদের পরিত্রাণের কারণ আমরা নই, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর ও তাঁর অনুগ্রহ। আমাদের ঈশ্বর মহান ও বলবান, তিনি ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান! তাঁর মহত্বের সামনে আমরা কি নিজেদের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করেছি? আমাদের জীবনে তাঁর অনুগ্রহ ও মহত্বকে কি সত্যিই আমরা স্বীকার করি?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com